সচিবের দপ্তর
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
নং
তাং
অতিঃ-সচিব
যুগ্ম-সচিব
উপ-সচিব (প্রঃ১)/উপ-সচিব (উঃ)
উপ-সচিব (প্রঃ-২) উপ-সচিব (প্রঃ-৩)
উপ-সচিব (প্রঃ-৪) উপ-সচিব (প্রঃ-৬ অধিশাখা)
প্রকল্প পরিচালক/উপ-প্রধান
সিঃ সহকারী সচিব (প্রঃ-১/প্রাঃ-৩)
সহকারী সচিব (উঃ-৫)
সচিবের একান্ত সচিব
সচিবের অনুস্বাক্ষরঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভারপ্রাপ্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এবং

মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৭ - জুন ৩০, ২০১৮

সূচিপত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিকচিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৬

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৭

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ১৬

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ১৭

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ২৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মর্যাদা সমুন্নত রেখে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাপ্য সম্মান ও কল্যাণ সাধনসহ মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণে এ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রীয় সম্মানীভাতার হার ৫,০০০ /- টাকা হতে ১০,০০০ /- টাকায় বৃদ্ধি করে ভাতা বাবদ ৩ বছরে ৫৩১৬ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, জননিরাপত্তা বিভাগ ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের মাধ্যমে খেতাবপ্রাপ্ত ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্য, বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারসহ মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের মোট ৮৫১৪ জনকে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা বাবদ ৭০২.৪৬/- কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। ২২০০০ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের রেশন সুবিধা বাবাদ ৯০ কোটি টাকা ও গড়ে ৩০০ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সুবিধা বাবদ ৬,৪৪,৭৪,১৩৩/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও পরবর্তী প্রজন্মের ২৩৫০ জনকে ৬,২৪,৭৪,০০০/- টাকা বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে জেলা ও উপজেলায় মোট ২৬০ টি কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণসহ ভূমিহীন ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সারাদেশে ২৬৬৩টি বাসস্থান নির্মাণ করা হয়েছে এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রায় ৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকায় বহুতল বিশিষ্ট ১টি বাণিজ্যিক-কাম-আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণসহ ভূ-গর্ভস্থ স্বাধীনতা জাদুঘর নির্মাণ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক ১১৯৯৫ টি ডকুমেন্ট ডিজিটাইজেশনসহ ৫টি গ্রন্থ প্রকাশ ও ৮টি প্রামান্যচিত্র তৈরী করা হয়েছে। ঢাকার আগারগাঁও-এ পূর্ণাঙ্গ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের স্থায়ী ভবন নির্মাণকাজ সম্পন্নকরণ পূর্বক তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীদের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৭০ জন নারীকে মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা) হিসাবে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক ও নির্ভুল তালিকা প্রণয়ন, গেজেট, সনদ ও প্রত্যয়নের আবেদন সীমিত জনবল নিয়ে দ্রুততার সাথে নিস্পত্তিকরণ, বিভিন্ন কারণে উদ্ভূত রীট ও অন্যান্য মামলাসমূহ যথাসময়ে নিস্পত্তিকরণ ও মহানগর/জেলা ও উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা যাছাই-বাছাই কার্যক্রম সম্পন্নকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা প্রধান চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎপরিকল্পনা:

লালমুক্তিবার্তা ও ভারতীয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ও জামুকার সুপারিশকৃত সকল মুক্তিযোদ্ধাদের নাম পর্যায়ক্রমে গেজেটে প্রকাশ। পর্যায়ক্রমে সকল মুক্তিযোদ্ধাকে চিকিৎসা সুবিধা প্রদানসহ সকল অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসনের নিমিত্ত সারাদেশে ১০ (দশ) হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণ ও শেয়ারিংপদ্ধতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বাণিজ্যিক/আবাসিকভবন নির্মাণ,নতুন প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রতকরণ এবং বিদ্যমান "The Bangladesh (Freedom Fighters) Welfare Trust Order, 1972 (President's Order)"কে বাংলা ভাষায় "বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট" আইনে রূপান্তরকরণসহ হালনাগাদকরণ। গেজেট, সনদ ও প্রত্যয়ন দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে অটোমেশনকরণ এবং গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের DPP অনুমোদনের নিমিত্ত দাখিলকরণ।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ

- ১.৮০ লক্ষ জন মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের এবং ৬৯০০ জন যুদ্ধাহত ও খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানীভাতা প্রদানসহ ৩৬০ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান;
- ২১,০০০ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের রেশন সুবিধাসহ ২৯০০ জন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও পরবর্তী প্রজন্মকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি প্রদান;
- ৫০০০ জন মুক্তিযোদ্ধাদের নাম গেজেটে প্রকাশ এবং ৬০০ টি সাময়িক সনদপত্র প্রদান ও ৫০০০ জনকে প্রত্যয়নকরণ;
- ৫০ জন বীরাঙ্গনাদের সনাক্তক্রমে তাঁদের নাম গেজেটে প্রকাশ;
- ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ২৫০টি বাসস্থান এবং ১৩ টি জেলা ও ৬০টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্তকরণ;
- লাল মুক্তিবার্তায় অন্তর্ভুক্ত ১,৪৯,৫০০ ও গেজেটভুক্ত ২,১৫,০০০ জন মুক্তিযোদ্ধাদের নাম ডিজিটাইজেশনসহ বিদ্যমান এপ্লিকেশন সফটওয়ার হালনাগাদকরণ ।

প্রস্তাবনা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে ভারপ্রাপ্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর মধ্যে ২০১৭ সালের জুলাই মাসের ০৬ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১

মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision)

মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাকে সমুন্নত রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ সাধন।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ সাধন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাকে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। ।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ ;
২. মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণ;
৩. বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনার জাগরণ এবং দেশাত্ববোধ শক্তিশালীকরণ; এবং
৪. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন
২. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
৪. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন
৫. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রনয়ন,গেজেট প্রকাশ ও ঘোষিত তালিকা সংরক্ষণ করা;
২. মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকার ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন করা;
৩. মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা প্রদান করা;
৪. স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য নীতি প্রণয়ন ও যুদ্ধের দলিলাদি সংরক্ষণ করা;
৫. মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের নিকট তুলে ধরা;
৬. মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
৭. সরকারি ,স্বায়ত্বশাসিত এবং আধা-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় মুক্তিযোদ্ধা তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের চাকুরির কোটা সংরক্ষণ মনিটরিংকরা;
৮. স্বাধীনতাযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ,মুক্তিযুদ্ধের বধ্যভূমি/গণকবর,সন্মুখ সমরের স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা;
৯. যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস,শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস এবং মুজিবনগর দিবস পালন করা।